



উত্তরাঞ্চলের ১৯ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী এখনও

বিনামূল্যের পাঠ্যবই পায় নাই

আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ॥ চাহিদা অনুযায়ী সরবরাহ কম, বিতরণে অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনায় উত্তরাঞ্চলের প্রাইমারী

স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা বিনামূল্যে পাঠ্যবই পাইতেছে না। গত ৩রা জানুয়ারী বই (২য় পৃষ্ঠায় ২-এর কঃ দ্রঃ)

উত্তরাঞ্চলের ১৯ লক্ষাধিক

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বিতরণের কাজ শুরু করা হইলেও ১৯ লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রীর হাতে এখনও বই তুলিয়া দেওয়া সম্ভব হয় নাই। ইহাছাড়া বিতরণকৃত বই এখন বাজারের লাইব্রেরীতেও পাওয়া যাইতেছে। অনেক স্কুল অধিকসংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী দেখাইয়া প্রাপ্ত বই বাজারে ছাড়িয়াছে।

এই বৎসর উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার ৯ হাজার ২৬২টি সরকারী ও ৬ হাজার ৯৮৮টি রেজিষ্টার্ড বেসরকারী প্রাইমারী স্কুলের স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ৪৫ লক্ষ ৯৫ হাজার ৩৩০। এই হিসাবে বইয়ের চাহিদাপত্র দাখিল করা হইয়াছে ১ কোটি ২০ লক্ষ ৫৭৫। এই চাহিদা পত্রের অনুকূলে বরাদ্দ করা হয় ১ কোটি ৩ লক্ষ ৯৪ হাজার ৫৩৮টি বই। ৩রা জানুয়ারী পর্যন্ত এই বিভাগে সরবরাহ করা হইয়াছে বরাদ্দের মাত্র অর্ধেক। উত্তরাঞ্চলের ১৬টি জেলার ৪৫ লক্ষাধিক ছাত্র-ছাত্রীর জন্য সরবরাহ করা হইয়াছে ৫০ লক্ষ ৬৩ হাজার ৮৩০টি বই। শিক্ষা বিভাগের বিভাগীয় দপ্তর সূত্রে বলা হইয়াছে, বই বিতরণের প্রথম পর্যায়ে সরবরাহ পাওয়া গিয়াছে চাহিদার অর্ধেক। খুব শীঘ্রই আরও বই সরবরাহ পাওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

সরবরাহকৃত বই বিতরণ লইয়াও চলিতেছে ব্যাপক অনিয়ম ও অব্যবস্থাপনা। বগুড়া, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, পাবনা, রংপুর ও গাইবান্ধা জেলার শহর-বন্দরের লাইব্রেরীতে বিনামূল্যের পাঠ্যবই বিক্রি হইতেছে বলিয়া অভিযোগ রহিয়াছে। অনুসন্ধান জানা যায়, অনেক স্কুলে স্কুলগামী ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকসংখ্যক ভর্তি দেখাইয়া সেই বই বাজারে বিক্রি করা হয়।

শিক্ষা দপ্তরের বিভাগীয় দপ্তর হইতে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, এই বৎসর গাইবান্ধা জেলায় বইয়ের চাহিদা ছিল ১০ লক্ষ ৮৫ হাজার ৮৩৬। সরবরাহ ও বিতরণ করা হয় ৬ লক্ষ ১৬ হাজার ৭১৯টি বই। নীলফামারী জেলায় ৮ লক্ষ ৫৩ হাজার ৮৮৬টি বইয়ের চাহিদার বিপরীতে সরবরাহ করা হইয়াছে ৩ লক্ষ ৮৮ হাজার ১৫৬টি। কুড়িগ্রামে চাহিদা ৯ লক্ষ ৬৭ হাজার ২১২, সরবরাহ পাওয়া গিয়াছে ৪ লক্ষ ১৫ হাজার ১৪টি বই। পঞ্চগড়ের চাহিদা ৪ লক্ষ ৬৫ হাজার ৬৪৫টি সরবরাহ হইয়াছে ৩ লক্ষ ১৯ হাজার। বগুড়ায় চাহিদা ১৩ লক্ষ ২৫ হাজার, বরাদ্দ পাওয়া গিয়াছে ৫ লক্ষ ৬৯ হাজার বই। নওগাঁ-নাটোর জেলায় সরবরাহ আরও কম। প্রথম পর্যায়ে বই সরবরাহ ও বিতরণ করা হইলেও দ্বিতীয় পর্যায়ের সরবরাহ এখনও অনিশ্চিত।